কুষ্টিয়ায় স্ত্রী হত্যার অভিযোগে যুবক আটক

কুষ্টিয়ার খোকসায় গোপগ্রামে স্ত্রী মীম খাতুনকে (২৩) শ্বাসরোধ করে হত্যা পর আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টার অভিযোগে স্বামী সুমন হোসেনকে (৩০) আটক করেছে পুলিশ।

সোমবার দুপুরে সুমন হোসেনকে আটকের পর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি হত্যার কথা স্বীকার করেন বলে জানিয়েছেন খোকসা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জহুরুল আলম।
আটককৃত সুমন হোসেন খোকসার গোপগ্রামের আলতাফ হেসেনের ছেলে।

স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, পাঁচ বছর আগে পরিবারের অমতে সম্পর্ক করে মিম খাতুনকে বিয়ে করে সুমন। এই দম্পতির মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকত।

শনিবার (৯ মে) রাতে সুমনের মায়ের সাথে পুত্রবধূ মীমের কথা কাটাকাটি ও ঝগড়ার জের ধরে সুমন মীমকে বেদম মারধর করে। স্থানীয়দের কাছে এমন অভিযোগ পেয়েই স্ত্রী হত্যায় জড়িত সন্দেহে সুমনকে আটক করে পুলিশ।

নিহত মীমের বাবা নজরুল খান বলেন, ‘যৌতুক দাবিতে জামাই সুমন হোসেন ও তার মা প্রায়ই আমার মেয়েকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও শারীরিক নির্যাতন চালাত। ওরাই পরিকল্পিতভাবে মীমকে হত্যা করেছে; আমি এর দৃষ্টান্তমূলক বিচার চাই।’

খোকসা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জহুরুল আলম জানান, সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে সুমনের বাড়ি থেকে স্ত্রী মীমের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায় পুলিশ।

এঘটনায় নিহত মীমের ভাই শাকিল খান ওরফে পলাশ বাদি হয়ে একটি হত্যা মামলা করেন। ওই মামলায় রোববার সুমনকে আটকের পর গ্রেপ্তার দেখিয়ে সোমবার আদালতে পাঠানো হয়। আদালত তাকে জেল হাজতে প্রেরণের আদেশ দেন বলে জানান ওসি জহুরুল আলম।

গাংনীর সাবেক এমপি মকবুলের কান্ড ; ২৬ বছর দখলে রেখেছেন পরের বাড়ি

মেহেরপুর -২ (গাংনী) আসনের দুই বারের নির্বাচিত সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি মকবুল হোসেন ২৬ বছর ধরে একটি বাড়ি ভাড়া করে থাকলেও নিয়মিত ভাড়া পরিশোধ করেন না। এমনকি বাড়ির ছাড়া তো দুরের কথা সংস্কার করতেও দেন না বাড়ির মালিককে।

গাংনী পৌরসভা থেকে কয়েক দফা বাড়িটি পরিত্যক্ত ঘোষনা করা হলেও তিনি বাড়ি ছাড়েননি। বাড়িটি সংস্কারের ব্যবস্থাও নেননি। বাড়ি ছাড়া নিয়ে মালিকের সাথে দফায় দফায় গন্ডগোল , ঝামেলা হলেও তিনি ক্ষমতাবলে বাড়িটি অন্যায় করে দখল করে রেখেছেন।

প্রভাবশালী ব্যক্তি হওয়ায় বাড়ির মালিক সাবেক এ এমপি ’র নির্যাতন নিরবে সহ্য করে যাচ্ছেন বছরের পর বছর। নিরবে চোখের পানি ফেলে যাচ্ছেন। কিন্তু কোন প্রতিকার পাচ্ছেন না। খুব দ্রুত বাড়িটি মকবুল হোসেনের কাছে থেকে ছাড়িয়ে নিতে চান বাড়ির মালিক জিনারুল ইসলাম। কিন্তু এলাকাবাসীর প্রশ্ন বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবেন কে ?

বাড়ির মালিক জিনারুল ইসলাম অভিযোগ করে মেহেরপুর প্রতিদিন কে বলেন, ১৯৯৪ সাল থেকে সাবেক এমপি মকবুল হোসেন মৌখিক ভাবে গাংনী শহরের উত্তরপাড়ায় দ্বিতল বিশিষ্ট তার বাড়িটি ভাড়া নেন। ভাড়া নেওয়ার পর থেকে নিয়মিত ভাড়া দেননা। মনকি মাঝে মধ্যে বাড়িটি সংস্কার করতে চাইলেও তিনি তা করতে দেননি। ক্ষমতাশালী হওয়ায় বাড়িটি ছাড়িয়েও নিতে পারছি না। বাড়িটি দ্রুত সংস্কার করার প্রয়োজন।

সংস্কার না করলে যে কোন দুর্যোগে ভেঙে পড়ার আশংকা রয়েছে। অনেক বার বাড়িটি ছেড়ে দেওয়ার কথা বললেও তিনি কান দেননি। এমনকি তার পোষা সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে নানা ভাবে হুমকি দিয়ে থাকেন।

মালিক জিনারুল ইসলাম আরো বলেন , বাড়ি ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য একজন

উকিলের সাথে কথা বলেছি। তিনি বলেছিলেন, ক্ষমতাবান মানুষের সাথে পারবেন না বলে তিনি মামলা করতে রাজি হননি।

যে কোন অবস্থায় বাড়িটি সাবেক এমপি মকবুল হোসেনর কাছে থেকে তারা মুক্ত করতে চান। তিনি আশংকা করছেন কোটি টাকার সম্পত্তিটি তাদের হাত ছাড়া হয়ে যায় কিনা। মাস ছয়েক আগে সাবেক মেয়র আহমেদ আলী ও বামন্দি ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলামকে নিয়েও একটি সালিশ বসে। তখনও তিনি বাড়িটি ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেন, কিন্তু ছাড়েননি।

এ ব্যপারে বামন্দি ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম জানান, বাড়িটি নিয়ে মিমাংসা হয়েছিল। বাড়িটি ছেড়ে দেবেন বলে সাবেক এমপি সাহেব কথাও দিয়েছেন। কিন্তু কবে ছাড়বেন জানেন না।

স্থানীয় কাউন্সিলর নবির উদ্দিন বলেন, দির্ঘদিন ধরে সাবেক এমপি মকবুল সাহেবের সাথে বাড়ির মালিক জিনারুলের সাথে বাড়ি ছাড়া নিয়ে গন্ডগোল হয়। তবুও তিনি বাড়ি ছাড়েন না।

গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম বলেন, আগের মেয়র থাকতেই মকবুল সাহেবের বাড়িটি পরিত্যক্ত ঘোষনা করে নোটিশ দিয়েছেন। সেই নোটিশের আলোকে আমরা কয়েক দফা চিঠি পাঠিয়েছি তবুও তিনি সংস্কার করার জন্যও বাড়িটি ছাড়েননি। বাড়িটি অত্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। যে কোন সময় বাড়িটি ভেঙে প্রাণহানী ঘটতে পারে। তবুও তিনি অন্যায় করে বাড়িটি দখলে রেখেছেন।

মেহেরপুর জেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন জানান, বহু পুরাতন ঝামেলা এটি। এই বাড়ি নিয়ে বহুবার ঝামেলা হয়েছে। তবুও সাবেক এমপি সাহেব বাড়িটি ছাড়েন না।

এ ব্যাপারে সাবেক এমপি ও জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি মকবুল হোসেনের সাথে মেহেরপুর প্রতিদিন থেকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, নামায পড়ছি পড়ে ফোন দেন। কিন্তু পরে ফোন দিলে তিনি আর ফোন রিসিভ করেননি।

কুষ্টিয়ায় স্বামী-স্ত্রী’র করোনা পজেটিভ

কুষ্টিয়ায় স্বামী স্ত্রী দুজনের করোনা পজেটিভ পাওয়া গেছে। গতকাল রবিবার রাতে এ তথ্য জানিয়েছেন কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা. এ এইচ আনোয়ারুল ইসলাম।

তিনি জানান, গতকাল সারা দিনে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের পিসিআর ল্যাবে ৪৯টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে কুষ্টিয়ার ৪১টি ও মেহেরপুরের ৮টি। মেহেরপুরের সব কয়টি ‘নেগেটিভ’ এসেছে। কুষ্টিয়ার দুজনের ‘পজেটিভ’ পাওয়া গেছে। ওই দুজন স্বামী-স্ত্রী। তাঁদের বাড়িতে রেখেই চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

তিনি আরও জানান, আক্রান্ত পুরুষ ব্যক্তি ঢাকায় ল্যাবরেটরিতে টেকনিশিয়ানের চাকরি করেন। গত শনিবার তিনি স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে সিএনজি করে পাটুরিয়া পৌঁছে ফেরি পার হয়ে দৌলতদিয়া থেকে আরেকটি সিএনজিতে করে তিনি দৌলতপুরের গ্রামের বাড়িতে যান।

গতকাল রোববার সকালে দুজনই করোনা পরীক্ষা করাতে দেন। রাতে জানা যায় তারা দুজনই করোনা ‘পজেটিভ’। তাঁদের বাড়িতে রেখেই চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বলেও জানান সিভিল সার্জন।

দৌলতপুর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) আজগর আলী জানান, ওই দুজনের করোনা পজেটিভ হওয়ার খবর পাওয়ার সাথে সাথেই তাঁদের বাড়ি লকডাউন করে দেওয়া হয়েছে।

দর্শনা কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও তার বন্ধুদের

সহযোগিতায় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

দর্শনা কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক রাসেল আহম্মেদ শাওন ও তার বন্ধুদের সহযোগিতায় ২৩০ টি পরিবারের মাঝে গতকাল রবিবার রাতে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক রাসেল আহম্মেদ শাওন বলেন বর্তমান বিশ্বে করোনা ভাইরাস গভীর ভাবে হানা দিয়েছে। অন্যন্য দেশের মতো আমাদের বাংলাদেশেও এই করোনা ভাইরাস হানা দিয়েছে, যার কারণে সরকার বাংলাদেশের সব জায়গায় লকডাউন করে দিয়েছে ফলে অনেকে কর্মহীন হয়ে গেছে। অনেক গরীব অসহায় পরিবার আছে যারা না খেয়ে দিন কাটাচ্ছেন।

এজন্য মানুষ মানুষের জন্য এটি চিন্তা করে আমি নিজে এবং বন্ধুদের সহযোগিতায় সমাজের ২৩০ জন কর্মহীন ও অসহায় মানুষদের মাঝে ঈদ পূর্ব সামান্য সাহায্য প্রদান করেছি আমার বন্ধুদের সহযোগিতায়।

প্রতিটি প্যকেটে ছিল চাল ৫ কেজি, ডাল ১ কেজি, আলু ১ কেজি, তেল ১ লিটার, পেঁয়াজ ১ কেজি, লবণ ১ কেজি, চিনি হাফ কেজি, সেমাই এক প্যাকেট ও একটা সাবান।

আয়োজনটা আমি এবং আমার বন্ধুদের সহযোগিতায় সম্পন্ন করতে পেরে এবং কর্মহীন ও অসহায় গরীব মানুষকে সাহায্য করতে পেরে আনন্দিত, সেই সাথে সমাজের সকল বিত্তবান শ্রেণির মানুষের কাছে আবেদন আপনারা এগিয়ে আসুন তাহলেই আমরা এই সংকট ময় যুদ্ধে জয়ী হতে পারবো।

কুষ্টিয়ায় আরো ২৮ কারাবন্দীর মুক্তি

সরকারের বিশেষ ক্ষমার আওতায় সারাদেশের মতো কুষ্টিয়া জেলা কারাগার থেকে আরও ২৮ জন কারাবন্দী মুক্তি পেয়েছে। এ নিয়ে ৫২ জন

কারাবন্দীকে মুক্তি দেওয়া হলো।

গতকাল রবিবার বিকেলে তাদের মুক্তি দেওয়ার খবর নিশ্চিত করেছেন কুষ্টিয়া জেলা কারাগারের জেলার জাকের হোসেন।

এসময় কুষ্টিয়া কারাগারের জেলার এনামূল হক, জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা ও গণমাধ্যম কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া কারাগারের জেলার জাকের হোসেন জানান , করোনাভাইরাস মহামারি আকার ধারণ করায় কারাগারগুলোর হাজতি ও কয়েদিদের সুস্থতার স্বার্থে বেশ কিছু বন্দিকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার।

যার ফলশ্রুতিতে করোনা ভাইরাসের প্রকোপের কারণে কুষ্টিয়া জেলা কারাগারের সংখ্যাধিক্য বন্দি কমাতে সরকার ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১(১) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতা বলে লঘু দন্ডে দন্ডিত এসব বন্দির সাজা মওকুফ করা হয়। গতকাল প্রথম বারের মতো ২৪ জন এবং আজকে ২৮ জন বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হলো।

কারামুক্তদের প্রাথমিক সংকট মেটানোর জন্য জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে তাদের বন্দীদের প্রত্যেকের জন্য মানবিক খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয় বলেও জানান কুষ্টিয়া কারাগারের জেলার।

প্রসঙ্গত , কুষ্টিয়া কারাগারের ধারণ ক্ষমতা ৬০০ জন হলেও এখানে প্রতিদিন প্রায় ৯৯৯ জন বন্দী অবস্থান করে। ধারণ ক্ষমতার প্রায় দ্বিগুন বন্দী থাকায় করোনা পরিস্থিতিতে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

কুষ্টিয়ায় ত্রাণের দাবীতে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

কুষ্টিয়ায় ত্রাণের দাবীতে সড়ক অবরোধ করেছে মোটর শ্রমিকরা।

গতকাল রবিবার সকাল সাড়ে ১১ টার সময় কুষ্টিয়া কেন্দ্রীয়

বাসটার্মিনাল এলাকায় কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী মহাসড়কে অবরোধ করে তারা। এসময় সড়কে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে শ্রমিকরা।

পরে ঘটনাস্থলে শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ও পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেয়।

মাসুদ রানা নামের এক বাস চালক বলেন, “করোনার কারণে প্রায় দেড় মাস ধরে বাস চলাচল বন্ধ থাকায় আমরা বেকার হয়ে পড়েছি। আমাদের চালকের সাথে হেলপার ও সুপারভাইজাররা মানবেতর জীবন কাটাচ্ছি। আমাদের ঘরে খাবার নাই। মালিক ও শ্রমিক নেতারাও খোঁজ নেয় না।”

আব্দুল মান্নান নামের এক শ্রমিক জানান, “আমাদের মতো অনেক শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়েছে। বাস চলাচল না করায় আমরা ঘরে অলস সময় কাটাচ্ছি। সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছি।

আমাদের কোন খাদ্যসহায়তাও প্রদান করে না কেউ। অথচ ত্রাণ দেওয়ার কথা বলে নেতারা আমাদের পরিচয়পত্র নিয়েছে কয়েক সপ্তাহ আগে। এখনো কোন খবর নাই।”

এদিকে, অবরোধ চলাকালে সড়কের দু’পাশে শত শত ট্রাক, কাভার্ড ভ্যানসহ অন্য যানবাহন আটকা পড়ে।

পরে বাস শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা শ্রমিকদের দাবি মেনে নিয়ে খাদ্য সামগ্রী দেওয়ার আশ্বাস দিলে তারা এ অবরোধ তুলে নেয়।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, “খাদ্য সহায়তার দাবিতে কিছু সংখ্যক শ্রমিক সড়ক অবরোধ করে। আমরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে সংশ্লিষ্টদের এ বিষয়ে সাহায্য নিতে বলেছি। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।”

কুষ্টিয়ায় বোরো ধানের

বাম্পার ফলনের আশা

কুষ্টিয়ায় এবার বোরো ধানের বাম্পার ফলনের আশা করছে কৃষক ও কৃষি সংশ্লিষ্টরা। ইতোমধ্যেই এ জেলায় ধান কাটা শুরু হয়েছে। এবার জেলার ছয়টি উপজেলায় লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে বোরো ধান চাষ হয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

কৃষি বিভাগ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, চলতি বোরো মৌসুমে কুষ্টিয়া জেলায় ৩৩ হাজার ২৭৫ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের চাষাবাদ হয়েছে। আর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৯৯ হাজার ৬৫০ মেট্রিক টন। তবে এবার বোরো চাষ লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে বলে কৃষকরা জানান।

জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার ফসলের মাঠ জুড়ে উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন জাত ও হাইব্রিড জাত ধান চাষ হয়েছে। হাইব্রিড জাতের মধ্যে সোনার বাংলা-১, গোল্ড ও জাগরণ ধানে প্রতি হেক্টরে ৪.৭ টন এবং উচ্চ ফলনশীল (উফসী) জাতের ব্রি-২৮ ও ব্রি-২৯, হীরা ও গাজী ধানের ক্ষেত্রে প্রতি হেক্টরে ৩.৭ টন করে চাষিরা উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেন।

ধান ঘরে উঠার শেষ মুহূর্তে দুর্যোগ কিংবা প্রাকৃতিক বিপর্যয় না হলে লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও বেশি উৎপাদন হবে বলে প্রান্তিক কৃষক ও কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা জানান। জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ইতোমধ্যেই ধান কাটা শুরু হয়ে গেছে।

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার বলিদাপাড়া এলাকার কৃষক আব্দুল বারেক জানান, এবার বোরো ধানের ফলন খুব ভালো হয়েছে। অনুকূল আবহাওয়া, সার, বালাইনাশক ও সেচ সঠিকভাবে দেয়ায় ধানের ছড়া লম্বা ও ফলন ভালো হয়েছে ।

এদিকে করোনার কারণে এবার ধান কাটার জন্য শ্রমিক সংকট দেখা দিতে পারে সেই আশংকায় খুব সহজে ধান কর্তন ও শ্রমিক সংকট এড়াতে সরকারি ভর্তুকিতে কৃষকদের দেয়া হচ্ছে কম্বাইন্ড হারভেস্টার।

কুষ্টিয়ার ৬টি উপজেলার কৃষকদের জন্য ১২টি কম্বাইন্ড হারভেস্টার মেশিন, ৩টি রিপার মেশিন ও একটি রাইচ ট্রান্সপ্লান্টার মেশিন বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

এ কম্বাইন্ড হারভেস্টার মেশিনের মোট মূল্যের অর্ধেক দাম কৃষক দিবে এবং বাকি অর্ধেক ভর্তুকি হিসেবে দিবে সরকার।

কৃষি বিভাগ ও সরকার গঠিত কমিটির মাধ্যমে ইতোমধ্যে ভর্তুকিতে ৮টি কম্বাইন্ড হারভেস্টার মেশিন কৃষকরা কিনে নিয়েছেন। এছাড়া সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে ধান কর্তন কার্যক্রম চলবে বলে কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা জানান।

মিরপুর উপজেলা কৃষি অফিসার রমেশ চন্দ্র ঘোষ জানান, “এবার বোরো ধানের বাম্পার ফলনের আশা করছি আমরা। ইতোমধ্যেই এ জেলায় ধান কাটা শুরু হয়েছে। বিঘা প্রতি ১৫-২০ মণ পর্যন্ত ধান কৃষকের ঘরে উঠবে বলেও আশা করছি।”

কুষ্টিয়া কৃষি অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক শ্যামল কুমার বিশ্বাস জানান, “বোরো আবাদের শুরু থেকেই কৃষকদের সকল পরামর্শ ও সহযোগিতা দেয়া হয়েছে। এছাড়া আবহাওয়া অনুকূল থাকায় এবার ধানের ফলনও অনেক ভালো হয়েছে।”

সংবাদ প্রকাশের পর সহযোগিতা পেলেন সেই প্রতিবন্ধী পরিবার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ৮নং ধানখোলা ইউপির ৫নং ওয়ার্ডের বাসিন্ধা বিধবা মেহেনিগার প্রতিবন্ধী পরিবার সহযোগিতা পেলেন গত-৯-০৫-২০তারিখে মেহেরপুর প্রতিদিনে (আকাশ যখন ছাদ, রোদ-বৃষ্টি তারে নিত্য সঙ্গী) শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হওয়া পর।

ঐ দিন জাতীয় গোয়েন্ডা সংস্থা মেহেরপুর অফিস থেকে নগদ অর্থ প্রদান করেন।

আজ রবিবার গাংনীর বন্ধন গ্রপের সদস্যদের পক্ষে থেকে বিভিন্ন খাবার সামগ্রী প্রদানের করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, আরিফুল ইসলাম(সোবান), শাহাজানান আলী, ব্বাপী, প্লাবন প্রমুখ।

গাংনীর বন্ধন গ্রপের পরিচালক আব্দুর সামাদ (সোহাগ) জানান, আগামীতে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে মেহেনিগার প্রতিবন্ধী পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা করা হবে।

কোটচাঁদপুরে প্রশাসনের ত্রাণ তহবিলে ‘আশা’র খাদ্য সহায়তা প্রদান

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রশাসনের ত্রাণ তহবিলে বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান ‘আশা’ এনজিও’র পক্ষ থেকে দেশের করোনা পরিস্থিতিতে কর্মহীন, দরিদ্র, অসহায় নিম্ন আয়ের খেটে খাওয়া, শ্রমজীবী মানুষের জন্য খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

আশা’র নিজস্ব অর্থায়নে রবিবার সকালে স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার নাজনীন সুলতানার সহকারি (সিএ) ইন্দ্রজিদ সাহার নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় চাল, ডাল, তৈল, লবন, আলু, হস্তান্তর করা হয়।

আশা’র এ্যাডিশনাল ডিভিশনাল ম্যানেজার (এ্যাড.ডিভি.এম) মো. ওমর ফারুক জানান, বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান ‘আশা’ এনজিও সব সময় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে থাকে। বর্তমানে করোনা পরিস্থিতির সংক্রমণ রোধে সরকার সবাইকে ঘর থেকে বাহির না হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন। ফলে কর্মহীন, দরিদ্র, অসহায় খেটে খাওয়া দিনমজুর ও শ্রমজীবীরা মানবেতর জীবন-যাপন করছে।

সেই সব দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কথা ভেবে বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান আশা’র নিজ অর্থায়নে সারাদেশে ১২ কোটি টাকা খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ৫’শ, কালিগঞ্জ উপজেলা প্রশাসন কার্যালয়ে ২’শ ও কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রশাসন কার্যালয়ে ২’শ প্যাকেট খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, ডিসট্রিক্ট ম্যানেজার (ডিএম) মো. রহমত

উল্লাহ, কোটচাঁদপুর ব্রাঞ্চের রিজিওনাল ম্যানেজার (আরএম) শাহাজান আলী, কালিগঞ্জ ব্রাঞ্চের রিজিওনাল ম্যানেজার (আরএম) নাসির উদ্দীন, মহেশপুর ব্রাঞ্চের রিজিওনাল ম্যানেজার (আরএম) শফিকুর রহমান, রিজিওনাল ম্যানেজার (আরএম) মো. আকরাম হোসেন, কোটচাঁদপুর ব্রাঞ্চ ম্যানেজার সেলিম রেজা প্রমুখ।

দেশে একদিনে সর্বোচ্চ মৃত্যু ও আক্রান্তের রেকর্ড

দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২২৮ জনে।

এই সময়ের মধ্যে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৮৭ জন। এ নিয়ে সর্বমোট আক্রান্ত ১৪ হাজার ৬৫৭ জন।

করোনায় দেশে একদিনে সর্বোচ্চ মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা এটি।

এছাড়া নতুন করে ২৩৬ জনসহ মোট ২ হাজার ৬৫০ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন।

রোববার বিকালে স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য তুলে ধরেন অধিদফতরটির অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৫ হাজার ৭৩৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৮৮৭ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মারা গেছেন ১৪ জন। এর মধ্যে ৮ জন পুরুষ ও ৪ জন নারী।

ডা. নাসিমা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৫ হাজার ৬৪২টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। আগে সংগ্রহ করে রাখা কিছু নমুনা গতকাল পরীক্ষা করার ফলে ২৪ ঘণ্টায় সংগ্রহ করা নমুনার সংখ্যার চেয়ে পরীক্ষার সংখ্যা বেশি হয়েছে।

তিনি আরও জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ২৩৬ জন। সরকারি হিসেব

অনুযায়ী এখন পর্যন্ত সুস্থ হলেন মোট ২ হাজার ৬৫০ জন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের উহান শহরে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে।